৩৬ জুলাই, তালাইমারি মোড়–রিকশার উপর দাঁড়িয়ে হাতে মাইক, চোখে আগুন; রাজপথে ছড়িয়ে পড়ছে জনতার বজ্রকণ্ঠ: "গদি ছাড়ো শেখ হাসিনা!"

লং মার্চ টু ঢাকা'র ছায়ায় রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের ঝড়। রুয়েটের ফটক থেকে শুরু হয়ে রাজপথ জুড়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী জনতা, নারীরা এককথায় সমস্ত রাজশাহী জেগে ওঠে এক দফা–

ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন চাই!

তালাইমারিতে তোলা এই ছবিতে ধরা পড়েছে সেই ক্রান্তিলগ্ন–যেখানে রক্তচক্ষু আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হুমকি উপেক্ষা করে রাজপথে নামে ছাত্রজনতা।

দৃশ্যত নিরস্ত্র, অথচ স্লোগান আর প্রত্যয়ে সশস্ত্র তারা।

যারা এসেছিল নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন, ফ্যাসিবাদের দোসর ছাত্রলীগ-যুবলীগ-আওয়ামী লীগ হয়ে হামলা চালাতে, তারা পালিয়ে গিয়েছিল জনতার বজ্রধ্বনির মুখে।

এই রিকশা ছিল তাদের মিনার, এই রাজপথ ছিল শপথপূরণের মঞ্চ-যেখানে প্রতিটি স্লোগানে প্রতিফলিত হয়েছিল কাঙ্খিত বাংলাদেশের স্বপ্ন।

৫ আগস্ট, দুপুরের ছবি–সকাল থেকে তালাইমারি মোড়ে জমে ওঠে এক জনসমুদ্র। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের "লং মার্চ টু ঢাকা"-র আদলে রাজশাহীর মাটিতে সৃষ্টি হয় আরেক ইতিহাস। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়, সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো তেড়ে আসে–তবুও কেউ পিছিয়ে যায় না।

ফ্যাসিস্ট সরকার প্রধান শেখ হাসিনার পদত্যাগের একদফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহীর ছাত্রজনতা হয়ে ওঠে এক অগ্নিস্রোত। যে শাসকগোষ্ঠী বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গণহত্যা চালিয়েছিল, সেই জুলুমবাজদের মাটি থেকে তাড়াতে এবার রাজশাহী ছিল প্রস্তুত। এই ছবিটি সেই মুহূর্তের–যখন ইতিহাস গড়ে ওঠে পা ফেলার শব্দে, আর চোখে আগুন নিয়ে এগিয়ে চলে বিপ্লবীরা।

৫ আগস্ট–তালাইমারির ফুটওভার ব্রিজে এক বিপ্লবী হাতে তুলে নেয় স্প্রে। দেয়ালে দেয়, প্রতিবাদের অক্ষর: "খুনি হাসিনা।"

এই ছিল এক সৃজনশীল আঘাত, যার প্রতিটি অক্ষর ছিল একেকটি বুলেটের সমান।

যেখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলেছে, সেখানেই আজ দেয়াল হয়েছে সাক্ষী। ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিরুদ্ধে যে ভাষা আদালতে উচ্চারিত হয় না, সেটাই লেখা হয় দেয়ালে, সড়কে, জনতার শ্লোগানে।

ছবিটি তোলা হয়েছিল দুপুরে, ঠিক তখনই যখন হাজারো জনতা তালাইমারিতে গর্জে উঠছিল, আর একজন বিপ্লবী বেছে নিয়েছিল দেয়ালকে তার মঞ্চ হিসেবে।

৫ আগস্ট, দুপুরে তোলা এই ছবিতে তালাইমারি শহীদ মিনার সংলগ্ন রাস্তায় চোখে পড়ে এক ইতিহাসের জোয়ার।

কেউ এসেছে খালি হাতে, কেউবা বাঁশের লাঠি হাতে, কারও কপালে বাঁধা পতাকা–সবাই মিলে এক অদম্য মিছিল।

তাদের কণ্ঠে একদফার ধ্বনি: "শেখ হাসিনার পদত্যাগ চাই!"

তারা জানত, এই লড়াইয়ে সামনে আছে গুলি, পেছনে অপেক্ষা করছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনী।

তবুও থামেনি কেউ, কারণ এ শুধু দাবি নয়–এ বেঁচে থাকার আর্তি।

ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিরুদ্ধে তাদের এই গর্জন ছিল ইতিহাসের আরেক নতুন অধ্যায়। এই ছবিটি সেই অনন্য মুহূর্তের–যেখানে রাজপথে নামা মানে ছিল বুক পেতে দেওয়া বিপ্লবের ডাকে।

৫ আগস্ট দুপুরে, তালাইমারি থেকে সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে যাচ্ছিল এক মিছিল–যার প্রতিটি ধাপ ছিল প্রতিরোধের একেকটি পদক্ষেপ।

কিন্তু পঞ্চবটীতে পৌঁছাতেই, অতর্কিতে ফ্যাসিবাদের দোসর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তেড়ে আসে। আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেনেড, লাঠি–সব ছিল তাদের হাতে, যুদ্ধে নয়, বরং নিরস্ত্র ছাত্রজনতার বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা তখন আর পুলিশ ছিল না–তারা ছিল রক্তপিপাসু শকুন।

ছবিটিতে দেখা যায়, ধোঁয়ার আড়ালে এক সন্ত্রাসী গ্রেনেড ছুড়ে পালাচ্ছে, তার পেছনে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা হাতে আরও সন্ত্রাসীরা ছুটছে। কেউ পাথর ছুড়ছে শিক্ষার্থীদের দিকে।

এই ছিল মিলিত হামলা–রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের যৌথ উল্লাস।

এই ছবিটি তোলা হয় আলুপট্টির একটু পূর্বে, স্বচ্ছ টাওয়ারের সামনে–যেখানে রাষ্ট্র নিজের মুখোশ খুলে জনতার দিকে বন্দুক তাক করেছিল।

রাজশাহী, ৫ আগস্ট। আলুপট্টির বাতাস আজও গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে। দুই হাতে দুটি পিস্তল–যেন রাজপথ নয়, তার ব্যক্তিগত যুদ্ধক্ষেত্র! এই ছবিটিতে ধরা পড়েছে যুবলীগ নেতা জহিরুল ইসলাম রুবেলের উন্মত্ত সেই মুহূর্ত–যখন সে একা দুই হাতে আগুন ছুড়ে মারছিল নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর। রাজশাহীর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে সে এবং তার দলবল চালায় গুলিবর্ষণ। নিহত হয় দুই ছাত্র। রুবেল, যে একদিন ছিল ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রার্থী, আজ ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত এক রাজনৈতিক খুনির নাম। শহরের মাদক, জমি দখল, ক্যাডারবাহিনী–সব নিয়েই ছিল তার স্বপ্নের সাম্রাজ্য, আর তার মদদদাতা ছিল এই সরকারের গদি। রাষ্ট্র যখন হত্যাকারীর হাতে পিস্তল তুলে দেয়, তখন সেই রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থাকে না, তা হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী। এই গুলির প্রতিটি আওয়াজে আমরা শুনি এক তরুণ প্রজন্মের আর্তনাদ, প্রতিটি মৃত্যুর রক্তে দেখি স্বাধীনতা হরণকারী এক ভয়ংকর শাসকের মুখ।

রাজশাহীর আলুপট্টিতে ৫ আগস্ট দুপুরে দুই হাতে পিস্তল–এটাই যুবলীগ নেতা জহিরুল ইসলাম রুবেল। তার গুলিতে নিহত হয় দুই ছাত্র, আহত অনেকে। ছবিতে ধরা পড়েছে তার গুলির মুহূর্ত, যেন কোনো মাফিয়া সিনেমা নয়, এ দেশের রাজনীতির নগ্ন চেহারা। রুবেল শুধু যুবলীগের নেতা নয়, সে ছিল মাদক ও ক্যাডার সিন্ডিকেটের নিয়ন্তা–এক মূর্তিমান আতঙ্ক। তাকে আশ্রয় দিয়ে যারা রাষ্ট্র চালায়, তারা কেউই জনগণের নয়–তারা ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত হাতিয়ার।

৫ আগস্ট দুপুরে, তালাইমারি থেকে সাহেববাজার জিরো পয়েন্টের দিকে অপ্রতিরোধ্য মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের নেতৃত্বে। কিন্তু পঞ্চবটী পৌঁছাতেই ফ্যাসিবাদের দোসর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে–আগ্নেয়াস্ত্র আর গ্রেনেড ছুড়ে নিরস্ত্র বিপ্লবীদের রক্তাক্ত করতে চায়।

রাষ্ট্রযন্ত্রও মুখোশ খুলে ফেলে–পুলিশ বন্দুক তাক করে গুলি চালায়, টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর।

এই ছবিটি সেই লজ্জাকর মুহূর্তের সাক্ষী–যেখানে মেধা আর ন্যায়ের পক্ষের বিপ্লবীদের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে চেয়েছিল নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী শক্তি ও রাষ্ট্রের মিলিত ফ্যাসিস্ট বাহিনী।

কিন্তু জান্তাদের সকল অস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়ে রাজশাহীর বিপ্লবীরা সেদিন উচ্চারণ করেছিল ইতিহাসের অমোঘ ঘোষণা–

'নিরস্ত্র হলেও আমরা অপরাজেয়, ফ্যাসিবাদের দোসরদের পতন অনিবার্য'!

তালাইমারি মোড়, ৫ আগস্ট–বিজয়ের মিছিলে উত্তাল রাজশাহী; এক পাশে স্লোগানে মুখর জনতা, অন্য পাশে রক্তে ভিজে পড়ে আছে সাকিব আঞ্জুমের শরীর–শহীদ একজন, আহত শতাধিক, কিন্তু রাজপথ ছাড়েনি বিপ্লবীরা। এই দিনটি শুধুই বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা নয়, ছিল রক্তঝরা প্রতিরোধের দিনও।

রাজশাহীর আকাশ জুড়ে যখন স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছিল– "ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন, সন্ত্রাসীদের স্থান বাংলার মাটিতে হবে না",

ঠিক তখনই হামলা চালায় রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা।

সাকিব আঞ্জুম ভাইয়ের শহীদ হওয়া এবং শত বিপ্লবীর রক্তাক্ত হওয়া,

এইসব হৃদয়বিদারক চিত্রও থামাতে পারেনি রাজশাহীর ক্ষোভগর্জন।

এই ছবিতে ধরা আছে সেই দ্বৈত বাস্তবতা–

একদিকে বিজয়ের মিছিল, অন্যদিকে রক্তমাখা শপথ।

সেদিন তালাইমারি মোড়ে শুধু স্লোগানই ছিল না, ছিল ইতিহাসের পুনর্লিখন।

"ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন, সন্ত্রাসী"– এদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায়, রাজপথ আজও গর্জে উঠে, রক্তের রেখা মুছে নয়, তুলে ধরতে।

৩৬ জুলাই–এই তারিখ ইতিহাসে নেই, কিন্তু বিপ্লবের ক্যালেন্ডারে আগুনের মতো খোদাই হয়ে আছে। ৫ আগস্ট ঢাকামুখী জনতার পদযাত্রার দিন রাজশাহীর তালাইমারিতে যাত্রা শুরু হয় সাহেববাজারের দিকে। সেই উত্তাল জনস্রোতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র বাহিনী। পঞ্চবটীতে চালানো হয় গ্রেনেড, স্নাইপার, দেশীয় অস্ত্রের নির্মম হামলা। শহীদ হন এক বিপ্লবী সাকিব আঞ্জুম ভাই, রক্তাক্ত হয় অসংখ্য তরুণ প্রাণ। কিন্তু খালিহাতে দমে যায়নি বিদ্রোহ, বরং বিকেলে শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়া সংবাদ জনতার মাঝে জাগায় বিজয়ের উল্লাস। রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয় গুঁড়িয়ে দেয় তারা–প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে যায় ফ্যাসিবাদের দুর্গ।